দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 8 JUN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

শুরু হলো 'ইংলিশ ইন স্কুল'

৬৪ জেলার ১ হাজার স্কুলে এই কার্যক্রম চলবে ১০ বছর

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষাকে জনপ্রিয় করতে শুরু হয়েছে 'ইংলিশ ইন স্কুল' কার্যক্রম। প্রাথমিক ভাবে দেশের ৬৪টি জেলায় এক হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। মোবাইল কোম্পানি 'একটেল' ও 'ডেইলি স্টারের' যৌথ উদ্যোগে আগামী ১০ বছর ধরে চলবে এই কার্যক্রম।

গত শনিবার ধানমন্ডি রাইফেল ক্লোয়ারের ইম্যানুয়েল্স কনভেনশন সেন্টারে ১৮৯টি স্কুলের ৩৭৬ জন শিক্ষককে নিয়ে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আআমস আরেফিন সিদ্দিক, বিশেষ অতিথি বাংলাদেশে মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার জেমস কোহ সিআও হিয়ং ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান। সভাপতিত্ব করেন ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম। উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদ, একটেলের সিইও জেফরি আহমেদ তামবী ও প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা বিদ্যুৎ কুমার বসু।

মাহফুজ আনাম বলেন, এই প্রকল্প অনুযায়ী আগামী ১০ বছর নির্বাচিত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে ৫ দিন বিনামূল্যে তিন কপি ডেইলি স্টার পত্রিকা দেয়া হবে। সেসঙ্গে সপ্তাহে একদিন পাতা জুড়ে প্রকাশ করা হবে ইংরেজি শিক্ষার বিষয়বস্তু, যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ই ক্লাসরুম এবং ক্লাস রুমের বাইরে ব্যবহার করতে পারবেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ইংরেজীতে দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রতিযোগিতা, স্পেলিং টেষ্ট, ভোকাবুলারি, বই পড়া ইত্যাদি কার্যক্রম চলবে। 'ইংরেজি' শিক্ষাকে সহজতর, আনন্দদায়ক ও অর্থবহ করে তোলাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা ইংরেজিতে পড়ছে, ডিগ্রি নিচ্ছে, কিন্তু তারা ভালো ইংরেজি জানে না এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার। শিক্ষার্থীরা শুধু ইংরেজি না জানার কারণে বিদেশে গিয়ে ভাল চাকরি করতে পারছে না। অনেক মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারে না।

শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান বলেন, ইংরেজি শিক্ষাকে দেশব্যাপী আরো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য একটি ইংলিশ লার্নিং ইনস্টিটিউট খোলার কথা বলেন। পাশাপাশি কি কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজি শিক্ষায় দুর্বল সেটা দূর করার জন্য একটি কমিটি গঠনের কথাও উল্লেখ করেন।

জেফরি আহম্মেদ তামবী বলেন, প্রাথমিকভাবে দেশের এক হাজার স্কুলকে এই 'ইংলিশ ইন স্কুল' কার্যক্রমের আওতায় নেয়া হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা সর্বক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ কুমার বসু বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের মাঝে ইংরেজি শিক্ষার হার খুবই কম। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।